টোকিওতে মোহাম্মদ ওয়ায়েস এর একক ফটোগ্রাফী প্রদর্শনী

টোকিওর প্রাণকেন্দ্র শিনজুকুর কেনকো প্লাজা হাইজিয়ার আর্ট ওয়ালে চলছে (১০ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০০৯) জাপান প্রবাসী মোহাম্মদ ওয়ায়েস এর একক ফটোগ্রাফী প্রদর্শনী ও যে সানকা (ও যে নিঃসর্গ বন্দনা)। ফটোগ্রাফির জগতে সুনাম রয়েছে এ রকম কয়েকটি কোম্পানী সহায়তা করছে এই প্রদর্শনীর আয়োজনে। প্রকৃতি প্রেমিক মোহাম্মদ ওয়ায়েসের এই প্রদর্শনীর মূল প্রতিপাদ্য সমূদ্র সমতলের অনেক উঁচুতে অবস্থিত পাহাড়ী তৃণ-জলাভূমি প্রান্তর ও যে (ফুকুশিমা, নিগাতা, তোচিগি ও গুনমা জেলায় বিস্তৃত ও যে ন্যাশনাল পার্ক) । প্রদর্শনীতে ও যে সানকা শিরোনামের লিফলেট এর সূত্রে জানা যায়, বিল-ঝিল-হাওড়ের দেশের ছেলে ওয়াসের শৈশব কেটেছে বাংলাদেশের এক পাহাড়ী এলাকায়। যার ফলে জলাভূমির সাথে সাথে পাহাড়ের প্রতি তার আকর্ষণ স্বভাবজাত । ১৯৯০ সালে জাপানে আসেন তিনি। ১৯৯৫ সালে নিক্কো বেড়াতে গিয়ে শরতের লাল পাতায় ছাওয়া বিস্তির্ণ পাহাড়ের শোভায় অভিভূত হন। পরবর্তীতে বন্ধুদের সাথে ও যে বেড়াতে গিয়ে, পাহাড়ী তৃণ-জলাভূমি প্রান্তর দেখে মুগ্ধ হন। সেই থেকে ঋতুর পর ঋতু ও যে গিয়েছেন

এবং সেই অপরূপ দৃশ্য ধরে রেখেছেন ক্যামেরায়। ও যে ন্যাশনাল পার্ক এর, ও যে গা হারা পাহাড়ী এলাকা, শিবুৎছু সান এবং ও যে নুমা (জলাভূমি) এর মনোরম দৃশ্য একাধিক ফ্রেম এ দেখা গেছে তাঁর এই প্রদর্শনীতে। নানা ঋতুতে দেখা পাহাড়, জলাভূমি, মিজুবাসো নামক জল লতার ছবি তিনি ধারণ করেছে নিঃখুত ক্যামেরা কারুকার্যে। নানা ঋতুতে তোলা নিঃসর্গের এই ছবিগুলো ইম্প্রেশনিজম ধারার জনক, চিত্রকর ক্লোদ মনে এর ভিন্ন সময়ে আঁকা খড়ের পালা (হে স্ট্যাকস) এর সেই বিখ্যাত সিরিজটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ক্লোদ মনে তাঁর দেখা নিঃসর্গ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তুলির টানে। তবে একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ ওয়ায়েজ নিঃসর্গকে তুলে ধরেছেন এ সময়ের অপরিহার্য ডিজিটাল প্রযুক্তি, ক্যামেরার নৈপুণ্যে।

এই ফটোগ্রাফী প্রদর্শনী, মোহাম্মাদ ওয়ায়েসের প্রবাস জীবনের সাধনালব্ধ অমূল্য অর্জন। সম্প্রতি তাঁর এই অসাধারণ অর্জন নিয়ে দেশের দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখেছেন জাপান প্রবাসী জনৈক সাংবাদিক। ভাল কথা। কিন্তু সেই প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে টেনে আনা হয়েছে ফটোগ্রাফীর সাথে সম্পর্ক নেই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিতর্ক। ফটগ্রাফীর উপরে লেখা প্রতিবেদনে ফতোয়াবাজীর কথা লেখা হয়েছে, আর একজনকে মৌলবাদী বলে কটাক্ষ করে সাংবাদিকতার নীতিমালা পরিপন্থী, মিথ্যা ব্যক্তি আক্রমণ করা হয়েছে । জাপান প্রবাসে সাংবাদিকতার নামে এই প্রতিহিংসা পরায়ণতা আগেও দেখা গেছে। ধর্মান্ধতা কিংবা ধর্মহীনতা উভয়ই ঘৃণ্য। তবে সৌন্দর্যের সন্ধানে আয়োজিত ফটো প্রদর্শনী নিয়ে লেখা সংবাদ প্রতিবেদনে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তা ফটোগ্রাফার মোহাম্মাদ ওয়ায়েসের হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার আলো সঞ্চারিত করে এক মহান শিল্পকর্ম উদ্ভাসিত করেছেন। সেই শিল্পকর্ম অবলোকন করে সবার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠুক। সেটাই হবে মোহাম্মাদ ওয়ায়েসের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।